গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

সূচিপত্র

১। অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision)

২। অধিদপ্তরের অভিলক্ষ্য (Mission)

৩। পরিচিতি

৪। কৌশলগত উদ্দেশ্য

৫। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ

৬। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি

৭। অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম ও বর্তমান জনবল

৮। প্রশাসনিকসহ অন্যান্য কার্যক্রম

৯। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১০। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

১১। তথ্য অধিকার ও স্বপণোদিত তথ্য প্রকাশ

১২। সিটিজেন চার্টার

১৩। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

১৪। উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রম

১৫। মানব সম্পদ উন্নয়ন

১। **অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision):** ভোক্তা-অধিকার নিশ্চিতকরণ।

২। **অধিদপ্তরের অভিলক্ষ্য (Mission):** ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর কার্যকর বাস্তবায়নে ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্যক্রম প্রতিরোধ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ।

৩। **পরিচিতি:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ৬ এপ্রিল ২০০৯ সালে 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয় এবং এ আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। ভোক্তা-অধিকার সুরক্ষা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতেই জনগুরুত্বপূর্ণ যুগোপযোগী এ আইন প্রণীত হয়েছে। এ আইন প্রণয়নের ফলে দেশে প্রতিদিনই বাজার তদারকি করে অপরাধ দমনের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এবং ভোক্তাগণ তাঁদের অধিকার লঙ্ঘিত হলে এ আইন অনুযায়ী অভিযোগ দায়েরের সুযোগ পাচ্ছেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রতিকারও পাচ্ছেন। এ আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ভোক্তা ও ব্যবসায়ীগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভোক্তা সাধারণ আইনের সুফল পেতে শুরু করেছেন। বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে প্রণীত আইনসমূহের মধ্যে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট এ আইনটি একটি মাইলফলক।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে কার্যকর দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠিত হয়। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি (১১ সদস্য বিশিষ্ট), উপজেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি (১৮ সদস্য বিশিষ্ট) ও ইউনিয়ন ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি (২০ সদস্য বিশিষ্ট) গঠন করা হয়েছে।

"ভেজাল দেওয়া এটাও একধরনের দুর্নীতি, ভেজালের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে, এটা অব্যাহত থাকবে"- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এমন নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নিয়মিত বাজার তদারকি, সচেতনতামূলক/মতবিনিময় সভা ও সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে ভোক্তা-অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি, ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রদানের কাজ অব্যাহত রয়েছে। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনের আওতায় বিভিন্ন অপরাধে ১ জুলাই ২০২১ তারিখ থেকে ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ১০৬২৫ টি বাজার তদারকির মাধ্যমে ২৫৬১৩ টি প্রতিষ্ঠানকে ১৭,৫৯,১২,৯০০/- (সতেরো কোটি উনষাট লক্ষ বারো হাজার নয়শত) টাকা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ৬২১টি প্রতিষ্ঠানকে ৪৪,৫১,৭০০/- (চুয়াল্লিশ লক্ষ একান্ন হাজার সাতশত) টাকাসহ মোট ২৬২৩৪টি প্রতিষ্ঠানকে ১৮,০৩,৬৪,৬০০/- (আঠারো কোটি তিন লক্ষ চৌষট্টি হাজার ছয়শত) টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। ভোক্তা সাধারণের নিকট থেকে ১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রাপ্ত ১৬০৫৪ (ষোল হাজার চুয়ান্ন) টি অভিযোগের মধ্যে ১১৪৮৭ (এগার হাজার চারশত সাতাশি) অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে যেকোন তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জানতে ভোক্তা বাতায়ন শীর্ষক হটলাইন (১৬১২১) স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণের পথ সুগম হয়েছে । ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের মধ্যে এ আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। ভোক্তা-অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনমানে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এতে জনগণের নিকট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তথা সরকারের জনকল্যাণমূখী ভাবমূর্তি অধিকতর উজ্জল হয়েছে।

৪। কৌশলগত উদ্দেশ্য:

(ক) ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
(খ) ভোক্তা-অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ;
(গ) অভিযোগ নিষ্পত্তি (প্রতিকার); এবং
(ঘ) সচেতনতা বৃদ্ধি।

৫। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ:

এ আইনের ধারা ৫ মোতাবেক ২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠিত হয়। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ০৯ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে। মূলত এ সভার মাধ্যমেই ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের সূচনা হয়।

৬। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি:

আইন বাস্তবায়নে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ প্রতিষ্ঠা ছাড়াও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কমিটিসমূহ গঠন করা হয়েছে:

(ক) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি (১১ সদস্য বিশিষ্ট);
(খ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে উপজেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি (১৮ সদস্য বিশিষ্ট);

(গ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ইউনিয়ন ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি (২০ সদস্য বিশিষ্ট);

৭। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম ও বর্তমান জনবল :

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ২০০৯ সালের ২৪ জুন তারিখে অধিদপ্তর হিসেবে যাত্রা শুরু করে। শুরুতেই ২৪০টি পদ নিয়ে অধিদপ্তরে যাত্রা শুরু হয়। অধিদপ্তরের কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে আরও ১৪৮ টি পদ ইতোমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে অধিদপ্তরে ২১৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছে।

৮। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রশাসনিকসহ নিম্নবর্ণিত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করেছে:

বাজার অভিযান/তদারকি: জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক ৬ এপ্রিল ২০১০ তারিখে বাজার তদারকির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ বাজার পর্যায়ে বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। ২০১১ সাল পর্যন্ত জনবল স্বল্পতার কারণে খুব সীমিত পর্যায়ে বাজার অভিযানমূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। পরবর্তিতে ক্রমান্বয়ে জনবল বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এ কার্যক্রম জোদার হতে থাকে। বর্তমানে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বাজার তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ১০,৬২৫ টি বাজার অভিযান/তদারকি কার্যক্রম এর মাধ্যমে মোট ২৫,৬১৩ টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৭,৫৯,১২,৯০০/- (সতেরো কোটি উনষাট লক্ষ বারো হাজার নয়শত) টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে।

অভিযোগ শুনানি: ভোক্তা সাধারণের নিকট থেকে ১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রাপ্ত ১৬,০৫৪ (ষোল হাজার চুয়ান্ন) টি অভিযোগের মধ্যে ১১,৪৮৭ (এগারো হাজার চারশত সাতাশি) টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ৬২১টি প্রতিষ্ঠানকে ৪৪,৫১,৭০০/- (চুয়াল্লিশ লক্ষ একান্ন হাজার সাতশত) টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

২৫% প্রণোদনা হিসেবে প্রদান: ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৭৬ এর ৪ ধারা অনুযায়ী ১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ৬০৭ জন অভিযোগকারীকে আদায়কৃত জরিমানার ২৫% হিসেবে ১০,৯২,০৫০/- (দশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার পঞ্চাশ) টাকা প্রদান করা হয়েছে। ই-প্রণোদনা সেবা চালুকরণের মাধ্যমে অভিযোগকারীর লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত প্রণোদনা দ্রুত প্রদান সম্ভব হয়েছে।

হটলাইন সেবা (১৬১২১): জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের হটলাইন নম্বর ১৬১২১ এ ফোন করে ভোক্তা-ব্যবসায়ীগণ ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে যেকোন তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জানতে পারেন এবং ভোক্তাগণ অভিযোগ দায়ের পদ্ধতি সম্পর্কেও জানতে পারেন।

টিসিবি'র ট্রাক সেল কার্যক্রম মনিটরিং: ভোক্তাগণ যেন টিসিবির পণ্য সঠিকমূল্যে ক্রয় করতে পারেন সে লক্ষ্যে নিয়মিত বাজার অভিযান পরিচালনাকালে টিসিবির ট্রাক সেল তদারকি করা হয়।

সেমিনার আয়োজন: ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে ৬৪ টি জেলা ও ৪৩২ টি উপজেলা পর্যায়ে মোট ৭৪০ টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মতবিনিময়/সচেতনতামূলক সভা আয়োজন: ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে দেশব্যাপী ১০৭৫ টি মতবিনিময়/সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়েছে। বর্ণিত সভাসমূহে পর্যায়ক্রমে কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, বিভিন্ন পর্যায়ের ভোক্তা ও ব্যবসায়ীবৃন্দ, ভোজ্যতেলের মিল মালিকগণ ও বাজার ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ, শিশু খাদ্য আমদানীকারক, পাইকারী পর্যায়ে ব্যবসায়ী ও বাজার ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ, পাইকারী ও ডিলার পর্যায়ের রড ও স্টিল ব্যবসায়ীবৃন্দ, বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যথা-বাংলাদেশ পুলিশ, এপিবিএন, র‍্যাব, পুলিশের বিশেষ শাখা, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা এবং বাংলাদেশ আনসার, কুরিয়ার সার্ভিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর সদস্যভুক্ত প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যথা- জাহাঙ্গীরনগর, গণ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিট, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম এবং চামড়া ও লবন ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রচারণামূলক কার্যক্রম: ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩ লক্ষ প্যাম্পলেট, ৪ লক্ষ লিফলেট এবং ৩০ হাজার ক্যালেন্ডার মুদ্রণ করা হয়েছে। মুদ্রণকৃত প্যাম্পলেট, লিফলেট এবং ক্যালেন্ডার ভোক্তা-ব্যবসায়ী-অংশীজনের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

ভোজ্যতেল সরবরাহ স্বাভাবিক ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে গৃহীত সাম্প্রতিক কার্যক্রম:

ক. ভোক্তা-ব্যবসায়ী-অংশীজনদের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন: পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে কতিপয় ব্যবসায়ীর অসাধুতার কারণে বাজারে নিত্যপণ্যের মূল্যে উল্লম্ফন ঘটে। এ বিষয়ে অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, বাজার ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ,

পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ী, ভোজ্যতেলের মিল মালিক এবং ডিলারদের উপস্থিতিতে পর্যায়ক্রমে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয় এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:-

১. ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর নেতৃবৃন্দের সাথে সভা করা হয় এবং সভা শেষে মিডিয়াকর্মীদেরকে ব্রিফিং করা হয়।

২. ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ঢাকা মহানগরীর মৌলভীবাজার, কারওয়ান বাজার, শ্যাম বাজার, চক বাজার, মোহাম্মদপুর টাউনহল বাজার, মোহাম্মদপুর কৃষি বাজার, মিরপুর শাহআলী বাজার, মহাখালী কাচাঁবাজার, বনানী কাঁচাবাজার, বাড্ডা কাচাঁবাজার, গুলশান ডিসিসি মার্কেট এর বাজার সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়।

৩. ৮ মার্চ ২০২২ তারিখ বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি ও এফবিসিসিআই এর সহসভাপতি জনাব হেলাল উদ্দিন এর উপস্থিতিতে ভোজ্যতেলের পাইকারি ব্যবসায়ী ও ডিলারসহ বিভিন্ন সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৪. ৯ মার্চ ২০২২ তারিখ দেশের শীর্ষস্থানীয় ভোজ্যতেল মিল মালিকগণের প্রতিনিধি, পাইকারি ব্যবসায়ী ও ডিলার এবং বাজার সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৫. ভোজ্যতেল বিক্রয়ে নিয়মবর্হিভূতভাবে শর্তারোপের বিষয়টি তদারকির অনুরোধ জানিয়ে সকল জেলা প্রশাসক, সভাপতি, এফবিসিসিআই ও সভাপতি, বাজার ব্যবসায়ী সমিতি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

৬. সরবরাহ আদশে (S.O) একক মূল্য (Unit Price) উল্লেখের বিষয়ে মিল মালিকগণ/ডিলার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

৭. পাকা রসিদ (ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুস্পষ্ট নাম ঠিকানাসহ মুদ্রিত রসিদ) প্রদান বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসক, সভাপতি, এফবিসিসিআই ও সভাপতি, বাজার ব্যবসায়ী সমিতি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

৮. ভোজ্যতেল পরিবহনে হয়রানি ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত পত্র জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ বরাবর প্রেরণ করা হয়।

৯. সরবরাহ আদেশ (S.O) হালনাগাদকরণ বিষয়ে ডিলার/মিল মালিক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

১০. ভোজ্যতেল পাচার রোধে বিজিবিকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়।

খ. বাজার তদারকি/অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা: ভোজ্যতেলের সরবরাহ স্বাভাবিক ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয় কর্তৃক সমগ্র দেশব্যাপী বাজার তদারকি/অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। সম্প্রতি ভোজ্যতেলের মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক সিটি গ্রুপ, টিকে গ্রুপ, বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লি: মেঘনা গ্রুপ এবং এস. আলম গ্রুপে তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

চালের সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক সভা আয়োজন ও তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা:

ক. মতবিনিময় সভা আয়োজন: চালের সরবরাহ ও মজুদ স্বাভাবিক রেখে মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চালের মিল মালিক, চাল বিক্রয়কারী বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও পাইকারী ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধির সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। বর্ণিত সভায় বাদামতলী, বাবু বাজার ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ সাগর অটো রাইস মিল, কারওয়ান বাজার কিচেন মার্কেট মালিক সমিতি, মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট সমিতি, আকিজ গ্রুপ, এসিআই গ্রুপ, প্রাণ গ্রুপ, বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লি:, মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ, স্বপ্ন সুপারশপ, আগোরা লি: ও ইউনিমার্ট এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

খ. বাজার তদারকি/অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা: চালের সরবরাহ ও মজুদ স্বাভাবিক রেখে মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয় কর্তৃক সমগ্র দেশব্যাপী কঠোরভাবে বাজার তদারকি/অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, ফার্মেসী, ক্লিনিক ও হাসপাতালে তদারকি/অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা:

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয় কর্তৃক সমগ্র দেশব্যাপী ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, ফার্মেসী, ক্লিনিক ও হাসপাতালে

তদারকি/অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। বিশেষ করে জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ মেয়াদ উত্তীর্ণ রি-এজেন্ট এবং মেয়াদ উত্তীর্ন ঔষধ এর ক্ষেত্রে কঠোরভবে বাজার অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

জাতীয় সম্পদ কাঁচা চামড়া সংরক্ষণে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

ক. বাজার তদারকি/অভিযান পরিচালনা : পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ কাঁচা চামড়ার সংরক্ষণ, ক্রয় ও বিক্রয় এবং পরিবহনসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বর্ণিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয় ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সরকার ঘোষিত পবিত্র ঈদুল আযহার ছুটির দিনগুলোতে (শুক্র-শনিবারসহ) দেশব্যাপী বাজার তদারকি/অভিযান কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিচালনা করেছেন। ফলে কাঁচা চামড়া নষ্ট হওয়ার হার হ্রাস পাওয়াসহ পার্শ্ববর্তী দেশে চামড়া পাচার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি প্রান্তিক/মৌসুমী ব্যবসায়ীরা কাঁচা চামড়া ন্যায্যমূল্যে আড়ৎদারদের নিকট বিক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে।

খ. **কাঁচা চামড়ার গুনগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ:** পবিত্র ঈদুল আযহা ২০২২ উপলক্ষ্যে কাঁচা চামড়ার গুনগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক মসজিদভিত্তিক জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম হিসেবে পোস্টার মুদ্রণ করা হয়েছে। মুদ্রিত পোস্টার বিতরণের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে এবং অধিদপ্তরের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

গ. **কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে TVC প্রস্তুত:** পবিত্র ঈদুল আযহা ২০২২ উপলক্ষ্যে কাঁচা চামড়ার গুনগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে যথাযথভাবে চামড়া ছাড়ানো, যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমানে লবন প্রয়োগ, সঠিক পদ্ধতিতে কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে TVC প্রস্তুত এবং প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পর থেকে অর্থবছর ভিত্তিক বাজার তদারকি/বাজার অভিযানের তথ্যাবলী:

ক্রমিক	অর্থবছর	বাজার অভিযানের সংখ্যা	দন্ডিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আদায়কৃত জরিমানার টাকার পরিমাণ	অভিযোগকারীকে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	২৫% প্রণোদনা হিসেবে প্রাপ্ত অভিযোগকারীর সংখ্যা	সরকারী কোষাগারে জমাকৃত টাকার পরিমাণ
১	২০০৯-২০১০	৭	৫৪	১,৬৫,৫০০/-	-	-	১,৬৫,৫০০/-
২	২০১০-২০১১	১৭৪	১৫১২	১,৬৯,৬১,৩০০/-	-	-	১,৬৯,৬১,৩০০/-
৩	২০১১-২০১২	৩৭১	২৬৫৫	২,৭১,৬৪,৩০০/-	৫২,৫০০/-	৮	২,৭১,১১,৮০০/-
৪	২০১২-২০১৩	৫৪০	২৮৯৫	২,১৩,৬৯,৫০০/-	১,০৮,৭৫০/-	২৯	২,১২,৬০,৭৫০/-
৫	২০১৩-২০১৪	৭২১	২৮৪৪	১,৭৭,৩১,১০০/-	৫১,৫০০/-	১৭	১,৭৬,৭৯,৬০০/-
৬	২০১৪-২০১৫	৮৪১	৩০২৪	২,০৩,৪০,৩৫০/-	১,৮৮,৫০০/-	১০৭	২,০১,৫১,৮৫০/-
৭	২০১৫-২০১৬	১৩৯৪	৪৮৬৫	৩,২৩,৮২,০৫০/-	২,৯৩,৮৭৫/-	১৯২	৩,২০,৮৮,১৭৫/-
৮	২০১৬-২০১৭	৩৪৩৭	৯৩০৬	৬,৮৭,০৯,৩০০/-	১৫,৫১,৬৭৭/-	১৪২০	৬,৭১,৫৭,৬২৩/-
৯	২০১৭-২০১৮	৪০৭৭	১১৭১৮	১৪,১৪,৭৮,২০০/-	৩৯,৪০,৫০০/-	১৯১০	১৩,৭৫,৩৭,৭০০/-
১০	২০১৮-২০১৯	৭৩৪৩	১৯২৩৪	১৫,৭২,৩৭,৮৫০/-	২৪,৩৮,৮২৫/-	১৪৩৬	১৫,৪৭,৯৯,০২৫/-
১১	২০১৯-২০২০	১২৩৫১	২২২৪৪	১১,৯১,৪৭,২০০/-	২১,২৬,৭২৫/-	১০৫৫	১১,৬৭,৫০,৯৭৫/-
১২	২০২০-২০২১	১১৯৫৩	২২৯৯৬	১৩,৮৩,০৮,৩০০/-	১১,৬৮,২৭৫/-	৬৭১	১৩,৭৪,১৯,৫২৫/-
১৩	২০২১-২০২২	১০৬২৫	২৫৬১৩	১৮,০৩,৬৪,৬০০/-	১০,৯২,০৫০/-	৬০৭	১৭,৯১,১১,০৫০/-
	সর্বমোট:	৫৩৮৩৪	১২৮৯৬০	৯৪,১৩,৫৯,৫৫০/-	১,৩০,১৩,১৭৭/-	৭৪৫২	৯২,৮১,৯৪,৮৭৩/-

বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন: ১৫ মার্চ ২০২২ বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহিত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

ক. সেমিনার আয়োজন: বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা মহানগরসহ বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ৪৯৬টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

খ. ডকুমেন্টরী তৈরি: বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের সফল উন্নয়ন-অভিযাত্রায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শন এবং এর উপর ভিত্তি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ঐতিহ্য, অর্জন, কার্যক্রম এবং সম্ভাবনাসমূহ উল্লেখপূর্বক একটি ডকুমেন্টরী তৈরি করা হয়েছে।

গ. স্মরণিকা প্রকাশ: ১৫ মার্চ ২০২২ বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

ঘ. ক্রোড়পত্র ও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ: বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় ১৫ মার্চ ২০২২ তারিখে ক্রোড়পত্র ও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

ঙ. প্রেস ব্রিফিং: বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৪ মার্চ ২০২২ তারিখে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চ. খুদে বার্তা প্রেরণ: বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সকল মোবাইল অপারেটর এর মাধ্যমে খুদে বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে।

ছ. ব্যানার ও ফেস্টুন: ঢাকা মহানগরির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও বাজারসমূহ ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ব্যানার ও ফেস্টুন দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে।

জ. র‍্যালি আয়োজন: ১৫ মার্চ ২০২২ বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন পর্যন্ত একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে।

ঝ. শুভেচ্ছা স্মারক বিতরণ: বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণকে মুজিববর্ষের লোগো সম্বলিত শুভেচ্ছা স্মারক (পাটের ব্যাগ, মগ, টি-শার্ট ও ক্যাপ) বিতরণ করা হয়েছে।

বিবিধ কার্যক্রম:

ক. করোনা ভাইরাস জনিত রোগের কারণে (কোভিড-১৯) উদ্ভূত জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির দিনগুলোতে (শুক্র-শনিবারসহ) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও জনস্বার্থে সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী তথা মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং গ্লাভস এর মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে সারাদেশে বাজার অভিযান/তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং এখনও এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

খ. নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত বাজার অভিযান পরিচালনাকালে হ্যান্ড-মাইকের মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ ছাড়াও 'মাস্ক পরিধান করুন-সুস্থ থাকুন' এই স্লোগানকে সামনে রেখে ভোক্তা-ব্যবসায়ী ও পথচারীর মধ্যে মাস্ক বিতরণ এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে এবং এখনও এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

ক. টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ : মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক মেয়র ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর উপস্থিতিতে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়েছে;

খ. শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ: স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ বর্ণাঢ্য এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক অর্পণ করা হয়েছে;

গ. কেক কেটে অনুষ্ঠান উদ্বোধন: মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সভাকক্ষে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে কেক কেটে জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে;

ঘ. আলোচনা সভা আয়োজন: স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ যথাযথভাবে উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় এবং জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে নিয়ে আলোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে 'মুজিববর্ষ' উদযাপন করা হয়েছে;

ঙ. দোয়া মাহফিল: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে;

চ. প্রেস ব্রিফিং: সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ এবং জাতীয় ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৪ মার্চ ২০২২ তারিখে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে;

ছ. **মুজিববর্ষ ও সুবর্ণজয়ন্তী মেলা উদযাপন:** জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক সমগ্র দেশব্যাপী মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী মেলা উদযাপন করা হয়েছে;

জ. স্মরণিকা প্রকাশ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২ সালে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে;

ঝ. ই-প্রণোদনা হিসেবে ২৫% প্রদান: মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ই-প্রণোদনা সেবা চালুকরণের মাধ্যমে অভিযোগকারীর লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত ২৫% প্রণোদনা দ্রুত প্রদান করা সম্ভব হয়েছে;

ঞ. ডকুমেন্টরী তৈরি: মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের সফল উন্নয়ন-অভিযাত্রায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শন এবং এর উপর ভিত্তি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ঐতিহ্য, অর্জন, কার্যক্রম এবং সম্ভাবনাসমূহ উল্লেখপূর্বক একটি ডকুমেন্টরী তৈরি করা হয়েছে;

ট. শুভেচ্ছা স্মারক বিতরণ: মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণকে মুজিববর্ষের লোগো সম্বলিত শুভেচ্ছা স্মারক (পাটের ব্যাগ, মগ, টি-শার্ট ও কোট পিন) বিতরণ করা হয়েছে।

ঠ. লিফলেট, প্যাম্ফলেট ও ক্যালেন্ডার বিতরণ: অধিদপ্তরের সকল অংশীজনের মাঝে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো সম্বলিত ও ভোক্তা-অধিকার আইন সম্পর্কিত লিফলেট, প্যাম্ফলেট ও ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয়েছে;

ড. স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহার: প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ কর্তৃক ইস্যুকৃত/ব্যবহৃত চিঠিপত্র, ফোল্ডার ও ব্যানারে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে;

ঢ. মাস্ক বিতরণ : স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে 'মাস্ক পরিধান করুন-সুস্থ থাকুন' এ স্লোগানকে সামনে রেখে ভোক্তা-ব্যবসায়ী ও পথচারীর মধ্যে মাস্ক বিতরণ ও সচেতন করা হয়েছে;

ণ. ব্যানার ও ফেস্টুন : স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদযাপন এবং বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও বাজারসমূহ মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী লোগো সম্বলিত ব্যানার ও ফেস্টুন দিয়ে সজ্জিতকরণ করা হয়।

৯। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এপিএ টিম গঠন করা হয় এবং উক্ত টিম কর্মপরিকল্পনার যাবতীয় কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদন করেছে। উল্লেখ্য যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৯৭.৩২ নম্বর পেয়ে ১ম স্থান অর্জন করেছে।

১০। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১-২০২২অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত কমিটি কর্মপরিকল্পনার যাবতীয় কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদন করেছে।

১১। তথ্য অধিকার ও স্বপণোদিত তথ্য প্রকাশ: তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশপূর্বক নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে যথাসময়ে আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করা হয়। নিয়মিতভাবে তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

১২। সিটিজেন চার্টার: অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ সকল বিভাগ ও জেলা কার্যালয়সমূহে স্ব স্ব সিটিজেন চার্টার রয়েছে। সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে নাগরিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবা গ্রহীতাদের পরামর্শ অনুযায়ী ধারাবাহিতকভাবে সেবার মান উন্নয়নে এ অধিদপ্তর সচেষ্ট রয়েছে।

১৩। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা: অনিক (অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশপূর্বক নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) সিস্টেমে অভিযোগ প্রাপ্তির পর যথাযথ বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়।

১৪। উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রম: অভিযোগকারীগণ যেন ঘরে বসে তাঁদের দাখিলকৃত অভিযোগ সম্পর্কে জানতে পারেন; সে প্রেক্ষিতে বিদ্যমান পদ্ধতির পাশাপাশি অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহিত অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় ই-নোটিফিকেশন শীষক ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সহজিকৃত ডিজিটাল সেবা, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (CMS) বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৫। মানব সম্পদ উন্নয়ন: অধিদপ্তরে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের ১৮৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রত্যেককে ৬০ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের ২৯ জন সহকারী পরিচালককে ১৫ (পনেরো) দিনের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

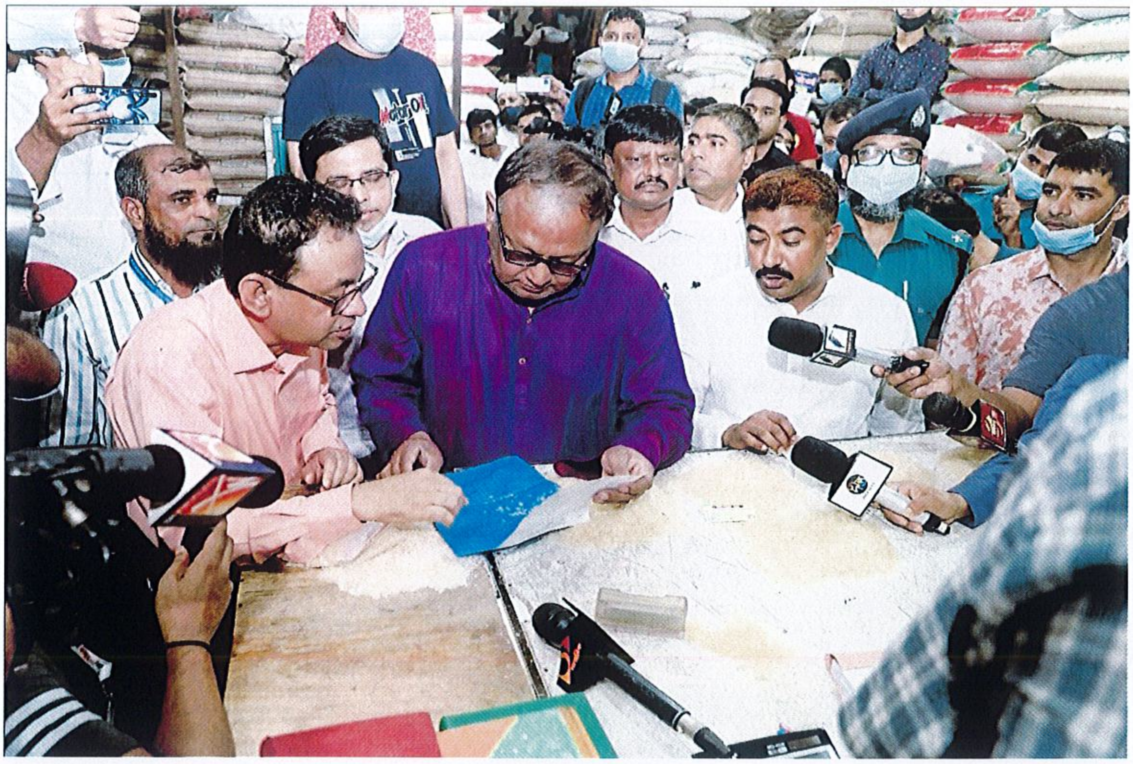

মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর উপস্থিতিতে চালের বাজার তদারকি

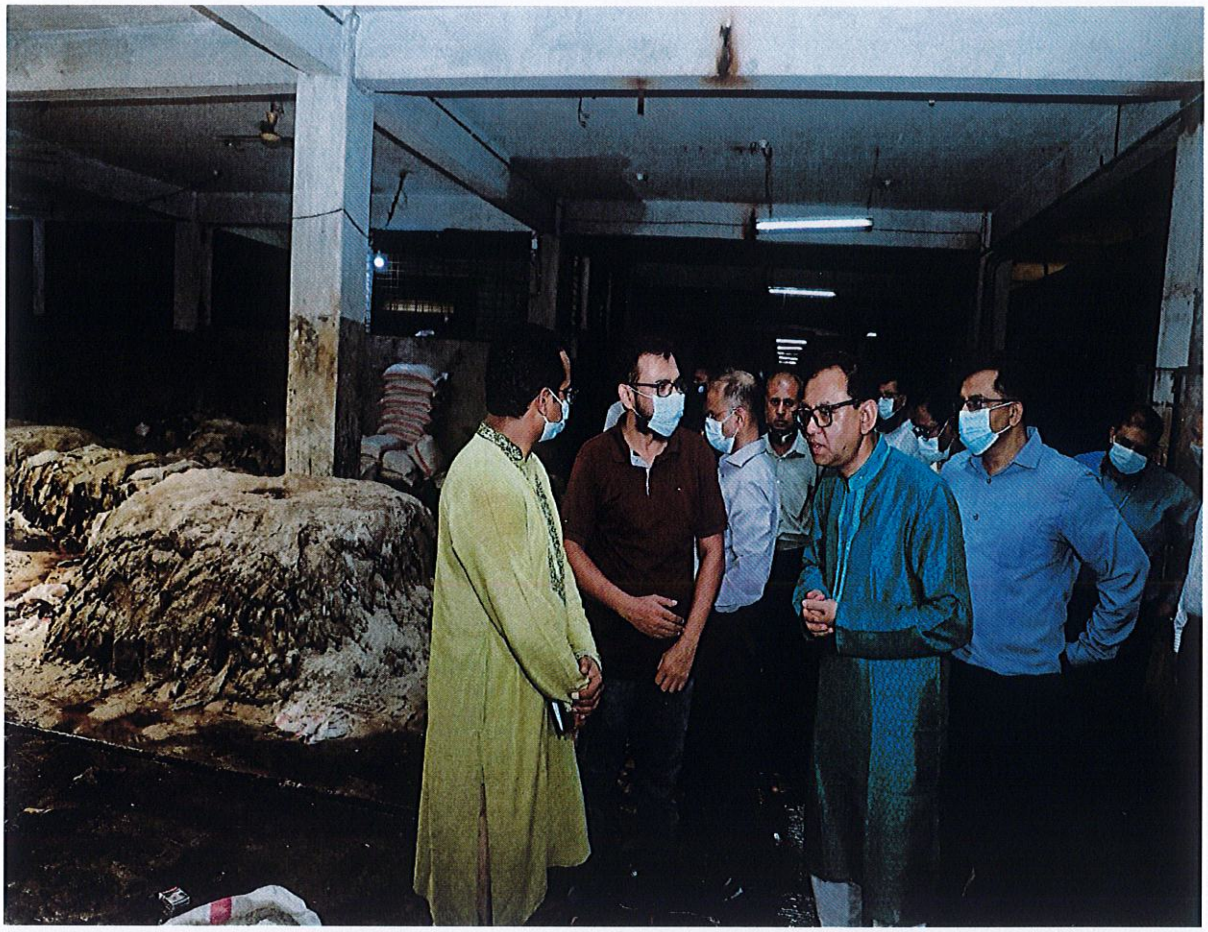

জাতীয় সম্পদ কাঁচা চামড়া সংরক্ষণে চামড়ার আড়ৎ তদারকি

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক ভোজ্য তেলের রিফাইনারী তদারকি

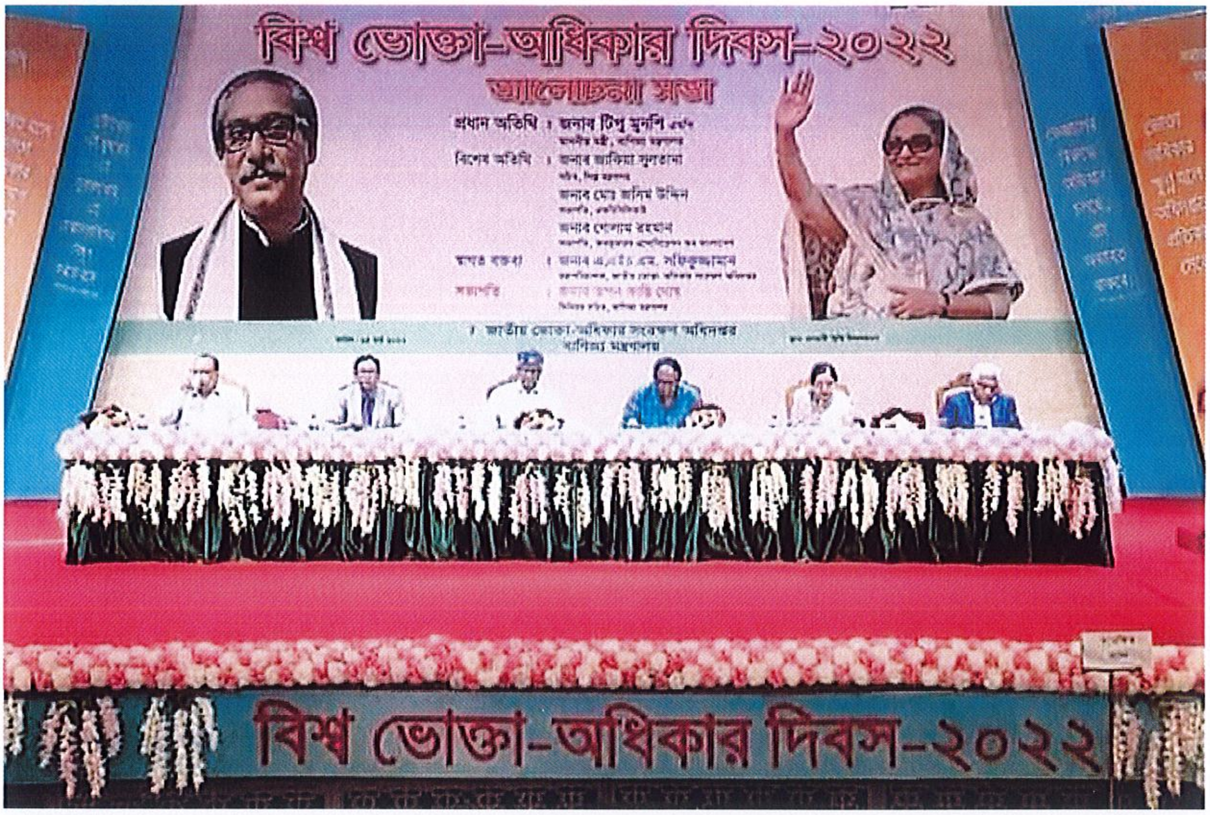

১৫ মার্চ ২০২২ বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস উদযাপন

অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়

অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

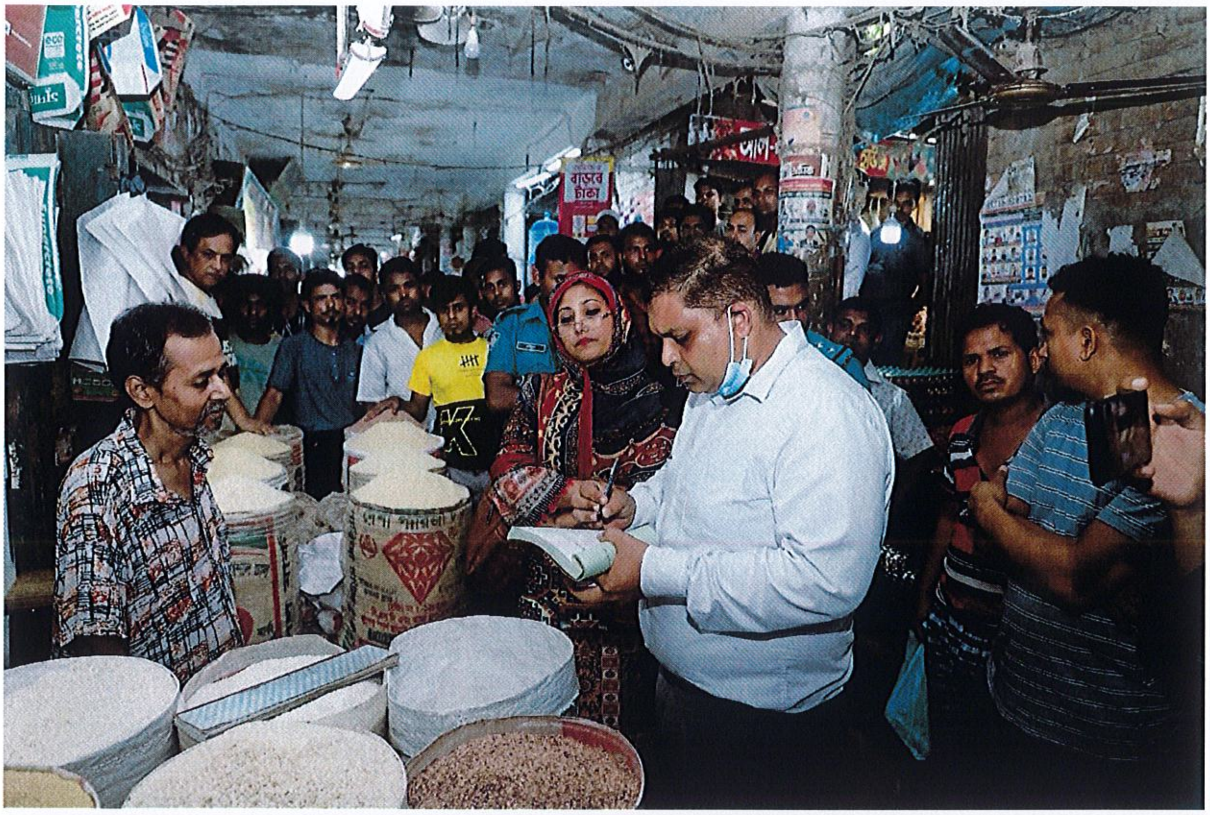

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বাজার তদারকি কার্যক্রম

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বাজার তদারকি কার্যক্রম

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বাজার তদারকি কার্যক্রম